মূল শব্দাবলীঃ ধর্মবিশ্বাস সমন্বোধ

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

29 November 2024 / 27 Jamadil Awal 1446H

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সম্পর্ক

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ মেনে চলে এবং সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদের দূরে রেখে সম্মিলিতিভাবে তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি আরো বাড়িয়ে তুলি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমাদের অন্তর এবং বাহির আরো শুদ্ধ করে দিন যাতে আমাদের চরিত্রে একজন সত্যিকার

মুত্তাকিনের সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যাঁরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার দৃষ্টিতে সত্যিকার তাকওয়ার অধিকারী ।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার সৃষ্ট পৃথিবীর সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হবে যে পৃথিবী চাষাবাদের মাধ্যমে উন্নতিকল্পে আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

একজন মানুষের চরিত্র ও আচরণ মূলতঃ, তাঁর ঈমান ও অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি। তাই আমাদের অন্তরাত্মাকে সংরক্ষণ করার গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করলে চলবে না কেননা আমাদের অ্ন্তর আত্মা আমাদের ঈমানের দর্পনের ন্যায় যা মানুষ হিসাবে আমাদের কার্যক্রমকে পরিচালনা করে। আমাদের প্রতিটি কাজ তা হোক ইতিবাচক বা নেতিবাচক আমাদের পৃথিবীর অবস্থা ও চারপাশের পরিবেশকে আজ ও আগামীতে সরাসরি প্রভাবিত করবে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সৃষ্ট এই পৃথিবী প্রতিপালনে আমাদের প্রতিটি কর্মকান্ড খেয়াল করে করা উচিত এবং সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যাতে এই পৃথিবীর কোন ক্ষতি সাধিত না

হয়। এই বিষয়ে সুরা বাকারার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে যা বলা আছে আমরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

অর্থঃ ***তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না"।***

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই আয়াত থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? ১৪০০ বছর আগে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা মানব জাতি যাদেরকে এই পৃথিবীর কার্যাধিপতি করা হয়েছে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন এই আয়াতের মধ্যে দিয়ে যে এই মানব জাতিই আবার এই পৃথিবীর ধ্বংসকারী হতে পারে। এই ধরণের কার্যক্রম একজন বিশ্বাসী যে কি না মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করে থাকেন তার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই পৃথিবীর অনেক ঘটনাই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। চলমান যুদ্ধসমূহ, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন এবং সারা বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক

সম্পদের নিদারুণ অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবেশ দূষণ এবং পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী কারণগুলির অন্যতম কয়েকটি।

যদিও উল্লেখিত কারণগুলি আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের ব্যাপার, একজন ধর্মবিশ্বাসী ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসাবে আমরা তবুও আমাদের চারপাশের পরিবেশের সংরক্ষণ ও পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই রকম সমস্যাগুলি যখন আসে, তখন আমাদের পৃথিবী এইসব সমস্যাগুলিকে প্রতিহত করতে, কমাতে এবং পৃথিবীকে পুনর্গঠন করতে নানা উপায় বেছে নেয়। পবিত্র কোরান প্রদর্শিত পথ অনুযায়ী এবং ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সকলকে সচেতন করতে সামনে এগিয়ে এসে এইসব সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। ধর্ম বিশ্বাসী একটি সম্প্রদায় খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে অপার- কেবলমাত্র এর চাহিদা বা এর অনেক প্রয়োজন আছে বলে নয় বরং এর জন্য আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার নিকট এই পৃথিবীর কার্যাধিপতি হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা পূরন করতেই এই কাজগুলি আমাদের করা বাঞ্ছনীয়।

মুসলমান হিসাবে, আমাদের সামনে জীবনে সফল হবার জন্য এবং জীবনের অগ্রাধিকার স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত বিষয়ে আমরা অগ্রাধিকার স্থাপন করি তা'র

পথগুলি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যিনি সর্বমহান এবং সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী নির্ধারিত করে দিয়েছেন, এবং তা মানুষের অস্পষ্ট ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা নির্ধারিত নয়। সত্যকার অগ্রাধিকার সেখানেই থাকে যেখানে একটি স্বাস্থ্যকর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থাকে যে সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এবং তাঁর সৃষ্টের মধ্যে একটি চমৎকার সম্পর্কের গ্রন্থি মজবুত হয়। যা কিনা কোন ভোগবাদীতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় যেখানে অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস প্রদর্শন সফলতা ও সামাজিক অবস্থানকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

সম্মানিত সুধী,

একজন মুসলিহ বা শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকা সত্যিকারভাবে তুলে ধরতে হলে যেভাবে উল্লেখিত আয়াতে বলা আছে, আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সেই পথ নির্দেশিকা অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করি নিম্নে লিখিত দুইটি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে,

১। পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণার পুনর্গঠনে আমরা আমাদের রাসুলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশিত কয়েকটি কথার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে পারি। সাইয়্যেদেনা আনাস বিন মালিক (রাঃ) এটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) একদিন বলেছিলেন,

إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمْ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

“যদি হাশরের দিনের ঘন্টা বেজে ওঠে এবং তোমার হাতে সেই মুহূর্তে একটি চারাগাছ ধরা থাকে তবে তুমি সেটিকে দ্রুত রোপন করো।“ (ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এই হাদীসটি মানুষের সঙ্গে পরিবেশের একটি গভীর সম্পর্কের চিত্রায়ন করে। এই প্রাকৃতিক পৃথিবীকে কেবলমাত্র পরিবেশ সৃষ্টির কারণেই মানুষের কাছে মূল্যবান নয়, এর আরেকটা কারণ হলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা কর্তৃক এই পৃথিবীটি সৃষ্ট বলে। এটা লক্ষ্যহীণভাবে সৃষ্ট হয় নাই এবং মানুষ, খলিফা হিসাবে বা পৃথিবীর কার্যাধিপতি হিসাবে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে।

দ্বিতীয়তঃ একজন ধর্মাবিশ্বাসী হিসাবে আসুন, আমরা আমাদের জীবনযাপননের মূল্যায়ন করি। আমরা কি পবিত্র কোরানে যেভাবে নির্দেশিত আছে সেইভাবে আমাদের জীবনযাপন করে যাচ্ছি? নাকি আমরা আমাদের নিজেদের খেয়াল খুশীমত আমাদের চাওয়া আনুযায়ী আমাদের জীবন যাপন করে যাচ্ছি? আসুন, এখন থেকে কোন কিছু কেনার বেলাইয় আমরা যা ইচ্ছা তা-ই চাই না কিনে শুধুমাত্র যা প্রয়োজনীয় তা-ই শুধু কিনব এমন কাজের চর্চা করি যদিও আমরা সবকিছুই কিনতে পারার যোগ্যতা রাখি। কেনার সময় আমরা সুচিন্তিত এবং বিচারশীল হয়ে যেন কেনাকাটা করে থাকি।

এটা করলে আমরা আমাদের ভেতরকার অত্যধিক ভোগবাদী স্বভাবটিকে কেটে ছোট করে আনতে পারি এবং পরিবেশগত পদচিহ্ন যা

কিনা আমাদের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা কমিয়ে আনতে পারব। আমাদের প্রচেষ্টা যেন, হোক অন্যের চোখে তা গুরুত্বহীন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আমাদের আত্মার শুদ্ধিকরণে এবং একই সঙ্গে আমাদের ঈমান মজবুতকরণের কারণে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দৃষ্টিতে হবে মহান।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু োয়া তা'আলার দরবারে হাত তুলে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এই পৃথিবীর গুণগত মান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অক্ষুন্ন রাখার প্রচেষ্টায় আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও শক্তি নিশ্চিত করেন। তিনি যেন আমাদের পরিবার, সম্প্রদায় ও জাতিকে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। বতুতঃ মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা স কিছুর ওপর ক্ষমতাশীল। তাঁর কাছ থেকে আমরা এসেছি এবং তাঁর নিকটেই আমরা আবার ফিরে যাবো। আমীন

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ